প্রশ্ন : '*দিগ্‌দর্শন*' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? পত্রিকাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখো।

উত্তর : '*দিগ্‌দর্শন*' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

এদেশবাসীর মনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্য শ্রীরামপুর-মিশনারিরা একটি পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ অনেকদিন থেকে অনুভব করছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে ১৮১৮-র ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা মনস্থির করে ফেলেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮১৮-র এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয় বাংলার প্রথম সাময়িক পত্রিকা *দিগ্‌দর্শন*। 'যুবালোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ সংবলিত' এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। *দিগ্‌দর্শন*-এর কপি সরকারের প্রভাবশালী সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়। তাঁরা এটির মধ্যে আশঙ্কার কোনও কারণ খুঁজে পাননি। এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিশনারিদের অভিনন্দনও জানান তাঁরা।

স্কুল বুক সোসাইটির অনুরোধে মিশনারিরা বাংলা ছাড়া *দিগ্‌দর্শন*-এর একটি ইংরেজি ও একটি ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। চাহিদা বেশি থাকায় পত্রিকাটির দু-একটি খণ্ড পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থাও করতে হয়। *দিগ্‌দর্শন*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৯-এ ও তৃতীয়টি ১৮২৮-এ বেরোয়। পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহারের জন্য স্কুল বুক সোসাইটি পত্রিকাটির বহু সংখ্যা কিনে নিত। *দিগ্‌দর্শন*-এর প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে জানা যায় —

> দিগ্‌দর্শনের এই ভাগ প্রথমবার পোনের শত পুস্তক ছাপা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কলিকাতা স্কুলবুক সোসায়িটী এক হাজার পুস্তক লইয়াছেন। দ্বিতীয় ছাপা ঐ সোসায়িটী ইংরাজী ভাষাতে পাঁচ শত লন এবং বাঙ্গালা দুই হাজার ও ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালা এক হাজার।

দিগ্‌দর্শন-এ ভূগোল, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা বেরোলেও, মূল ঝোঁক ছিল ইতিহাসের দিকে। *দিগ্‌দর্শন*-এ প্রকাশিত দুটি লেখা 'জুড়ি দ্বারা মোকদ্দমা' (অক্টোবর ১৮১৮) ও 'বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ' (এপ্রিল ১৮২০) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সাহেবি-বাংলার নমুনা কিছু লেখায় মিললেও, মোটামুটিভাবে *দিগ্‌দর্শন*-এর ভাষা যে কঠিন ছিল না, তার একটি নিদর্শন দেওয়া যাক —

> ...সন ১৭৭০ সালে বাঙ্গলা দেশে এইরূপ অতিঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল... অনেক দুঃখি লোক জীবনোপায় প্রত্যাশাতে তৎকালীন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান বসতিস্থান কলিকাতায় আইল, কিন্তু তখন কোম্পানীর ভাণ্ডারে দ্রব্যাভাব প্রযুক্ত তাহারদের কোন উপায় হইল না, ইহাতে সে দুর্ভিক্ষারম্ভের দুই সপ্তাহ করে সহস্র ২ লোক রাজপথে ও মাঠে স্থানে ২ পড়িয়া মরিল। এবং কুক্কুর ও শকুনি দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর ছিন্নভিন্ন হওয়াতে বায়ু অনিষ্ঠকারী হইল, তাহাতে সকলের ভয় জন্মিল যে এই দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎ মহামারী আসিতেছে।

১৮২০-র এপ্রিল মাসের পর থেকে *দিগ্‌দর্শন*-এ বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দেয়। ১৮২০-র মে থেকে জানুয়ারি ১৮২১ পর্যন্ত সবকটি সংখ্যায় হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস ছাড়া আর কোনও লেখা বেরোয়নি। ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি বেরোনোর পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।